[2021] 12 এস. সি. আর 94

মহেন্দ্র ও মহেন্দ্র আর্থিক পরিষেবা লিমিটেড।

বনাম

মহেশভাই তিনাভাই রথ এবং অন্যান্য

(2014 সালের সিভিল আপিল নং 11477)

16ই ডিসেম্বর, 2021

[এন. ভি. রমনা, প্রধান বিচারপতি, এ. এস. বোপান্না এবং হিমা কোহলি, জে. জে।]

সালিসি ও সমঝোতা আইন, 1996 - ধারা 34-- একটি পুরস্কার বাতিল করার জন্য বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য আদালতের ক্ষমতা-তাৎক্ষণিকভাবে মামলাটিতে, সালিসী রায় আবেদনকারীর পক্ষে এবং রায়ের অনুলিপি উভয় পক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়-তারপরে আবেদনকারী উত্তরদাতার কাছ থেকে বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য 27.06.2011-এ মৃত্যুদণ্ডের আবেদন দায়ের করেন-04.01.2012-এ উত্তরদাতা অধীনে আবেদন দায়ের করে সালিসী রায়কে আক্রমণ করেন। 34 1996 সালের আইন এস-এর অধীনে প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি সহ ডি। 5 185 দিনের বিলম্ব যা এস-এর অধীনে নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করে তা ক্ষমা করার জন্য সীমাবদ্ধতা আইন। 34 (3) 1996 সালের আইনের-একক বিচারক প্রস্তাবের নোটিশ বিবেচনা করার সময় উল্লেখ করেছেন যে উত্তরদাতা পুরষ্কারযুক্ত নিবন্ধিত পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন এবং সেই দৃষ্টিতে, বিলম্বকে ক্ষমা করতেঅস্বীকার করেছেন-তবে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আদালত বিলম্বকে ক্ষমা করেছে-আপিলের উপর, রায় দিয়েছেঃ একটি পুরস্কার আলাদা করার জন্য সীমাবদ্ধতা সময়কাল এস-এর অধীনে নির্ধারিত হয়। 34 1996 সালের আইন-যে মাত্রায় কোনও পুরস্কার বাতিল করার ক্ষেত্রে বিলম্বকে ক্ষমা করা যেতে পারে, তা বিধানের অধীনে সীমাবদ্ধ। 34 (3) 1996 সালের আইনের - সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা 5-এর অধীনে নির্ধারিত এফ সময়ের বাইরে বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য প্রযোজ্য নয়। 34 1996 সালের আইনের-ডিভিশন বেঞ্চ একটি নৈমিত্তিক পদ্ধতিতে বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না-একক বিচারকের আদেশ পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত বলেছেঃ 1. একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের একটি পর্যালোচনা ইঙ্গিত দেয় যে, উত্তরদাতার দেওয়া ব্যাখ্যা অনুসারে, এটি তাদের মামলা ছিল যে 1996 সালের আইনের 34 ধারার অধীনে 04.01.2012-এ দায়ের করা সালিসি পিটিশনটি পুরষ্কার সম্পর্কে অবগত ছিল, যা উত্তরদাতার মতে যখন মৃত্যুদণ্ডের পিটিশনে নোটিশ প্রাপ্ত হয়েছিল তখন 15.11.2011-এ ছিল। হলফনামায় বলা হয়েছে

মহেশভাই তিনাভাই রথ

উত্তরটি একক বিচারক দ্বারা নোট করা হয়েছিল, যে অনুসারে এটি রেকর্ডে আনা হয়েছিল যে সালিসকারী তারিখের রায়টি প্রেরণ করেছিলেন 28.02.2011 15.03.2011-এ খামের উপর একটি শিলালিপি তৈরি করে, 'পুরস্কার', রেজিড দ্বারা। পোস্ট স্বীকৃতি প্রাপ্য। ডাক কর্তৃপক্ষ 23.03.2011-এ গ্রহণ করতে অস্বীকার করার বিষয়টি অনুমোদন করেছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিলম্বকে ক্ষমা করতে হবে যাতে সীমাবদ্ধ এবং এই আদালত দ্বারা এটি রায় দেওয়া হয়েছে যে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা 5 সি এর বাইরে বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য প্রযোজ্য নয় 1996 সালের আইনের 34 (3) ধারার অধীনে নির্ধারিত সময়কালে, ডিভিশন বেঞ্চ নৈমিত্তিক পদ্ধতিতে বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। [অনুচ্ছেদ 8,10] [101-এ-সি; 102-বি-ডি] ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম। পপুলার কনস্ট্রাকশন কোং (2001) 8 এস. সি. সি 470 [2001] 3 সাপ্ল। এস. সি. আর 619; হিমাচল প্রদেশ ও আনর রাজ্য। বনাম হিমাচল টেকনো ইঞ্জিনিয়ার্স ও আনার। (2010) 12 এসসিসি 210: [2010] 8 এস. সি. আর 1025; পি. রাধা বাই বনাম। পি অশোক কুমার (2019) 13 এস. সি. সি 445 [2018] 12 এস. সি. আর 143; চিন্টেলস ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম। ভায়ানা বায়ুল্ডার

প্রাইভেট লিমিটেড (2021) 4 এস. সি. সি 602-এর উপর নির্ভরশীল। কালেক্টর, ভূমি অধিগ্রহণ, অনন্তনাগ এবং আরেকটি v। এমএসটি। কাটিজি এবং অন্যান্যরা 1987 এ. আই. আর এস. সি 1353: [1987] 2 এস. সি. আর 387-প্রয়োগযোগ্য নয়।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2001]3সাপ্লাই।এস.সি.আর619	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ 7
[2010] 8 এসসিআর 1025	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ 7.1
[2018] 12 এসসিআর 143	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ 7.2
(2021) 4 এস. সি. সি 602	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ 7.3
[1987] 2 এস. সি. আর 387	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ 10

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

সিভিল অ্যাপেললেট জুরিশনঃ দেওয়ানি আপিল No.11477

2014 সাল থেকে। 2012 সালের আর্বিট্রেশন পিটিশন No.209-এ 2012 সালের নোটিশ অফ মোশন No.925-এ 2012 সালের আপিল No.526-এ বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের 24.09.2012 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সঙ্গে।

2014 সালের দেওয়ানি আপিল No.11478। প্রশান্ত কুমার, অমিত সিমেরুসাগর সামন্তরে, আইনজীবীরা। আবেদনকারীর জন্য। ভি. এন. রঘুপতি, এড. উত্তরদাতাদের জন্য। আদালতের রায় প্রদান করেন এ. এস. বোপান্না, জে।

1. এই আপিলগুলিতে আপিলকারী তারিখের আদেশটি প্রয়োগ করছেন। 24.09.2012 বোম্বে হাইকোর্টের বিজ্ঞ ডিভিশন বেঞ্চ 2012 সালের NM No.925/2012-এ আপিল Nos.526 এবং 525, এপি No.209/2012-এ NM নং 923/2012 এবং 2012-এর APNo.212-এ যথাক্রমে পাস করেছে। উক্ত আদেশের মাধ্যমে বিজ্ঞ ডিভিশন বেঞ্চ আপিলগুলি মঞ্জুর করেছে, বিলম্বকে ক্ষমা করেছে এবং 2012 সালের আর্বিট্রেশন ই পিটিশন No.209 এবং 2012 সালের 212 কে আর্বিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, 1996 (সংক্ষেপে "অ্যাক্ট 1996") এর 34 ধারার অধীনে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য বিদ্বান একক বিচারকের সামনে ভর্তির শুনানির জন্য রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

2. উপরের আপিলগুলির দিকে পরিচালিত সংক্ষিপ্ত তথ্য হল যে উত্তরদাতা ট্রাক্টর কেনার জন্য ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেন এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে 24.10.2005 তারিখের এফ নং 366533 চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যোগ্যতার ভিত্তিতে লেনদেন সম্পর্কিত আরও বিশদ বিবরণ এই আপিলগুলির নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন করা অপ্রয়োজনীয়। যাইহোক, এটি লক্ষ করা যায় যে চুক্তির শর্তাবলী মেনে না চলার কারণে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং জি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সালিশ ধারা আহ্বান করে সালিশের জন্য উল্লেখ করা হয়। বিদ্বান সালিসকারী 28.02.2011 তারিখের পুরস্কারটি পাস করেন এবং আপিলকারীর করা দাবির অনুমতি দেন। বিজ্ঞ সালিসকারী রেজিস্টার্ড পোস্ট স্বীকৃতির মাধ্যমে উভয় পক্ষের কাছে পুরস্কারের অনুলিপি প্রেরণ করেছেন বলে জানা গেছে। এরপরে আপিলকারী রায় কার্যকর করার জন্য 27.06.2011-এ একটি মৃত্যুদণ্ডের আবেদন দায়ের করেন।

এবং উত্তরদাতার বকেয়া ও প্রদেয় অর্থ আদায় করা। ভাবনগর জেলা আদালতের দেওয়ানি বিচারপতির আদালত থেকে মৃত্যুদণ্ডের আবেদনের নোটিশ এ উত্তরদাতাকে জারি করা হয়েছিল।

3. সেই পর্যায়ে, উত্তরদাতা 1996 সালের আইনের 34 ধারার অধীনে পিটিশন দাখিল করে 04.01.2012 তারিখে 28.02.2011 তারিখের সালিশ রায়কে আক্রমণ করেন। ততদিনে 1996 সালের আইনের 34 (3) ধারার অধীনে অনুমোদিত সময়কাল বি-এর বাইরে 185 দিন বিলম্ব হয়েছিল। তাই পিটিশনের পাশাপাশি, প্রতিবাদী 2012 সালের আর্বিট্রেশন পিটিশন No.209-এ 2012 সালের নোটিশ অফ মোশন No.923 এবং 2012 সালের নোটিশ অফ মোশন No.212-এ সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা 5-এর অধীনে বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে আবেদন করেন। কার্যধারার জ্ঞান কেবল তখনই পাওয়া যায় যখন থেকে সমন পাঠানো হয়। মৃত্যুদণ্ডের আদালত 15.11.2011-এ। এখানে আপিলকারী নোটিশ অফ মোশন-এ তাদের আপত্তি দাখিল করেছেন। 1996 সালের আইনের 34 ধারার অধীনে পিটিশনে নোটিশ অফ মোশন বিবেচনা করার সময় বিদ্বান একক বিচারক উল্লেখ করেছেন যে উত্তরদাতা পুরষ্কারযুক্ত নিবন্ধিত পোস্টটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন এবং সেই দৃষ্টিতে বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং উত্তরদাতা ডি লার্ড ডিভিশন বেঞ্চের কাছে একটি আপিল দায়ের করেন, যা একটি গোপন আদেশের মাধ্যমে এই আদালত কর্তৃক প্রণীত বিধিবদ্ধ বিধান এবং আইনের বিরুদ্ধে বিলম্বকে ক্ষমা করে দিয়েছে। আবেদনকারী তাই ব্যথিত এবং অনুরোধ করছেন যে বিদ্বান ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি বাতিল করা হোক, ফলস্বরূপ ধারা 34 এর অধীনে উত্তরদাতার দায়ের করা পিটিশন 1996 সালের আইনটি সময়ের দ্বারা নিষিদ্ধ হিসাবে খারিজ করা

4. আমরা আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী প্রশান্ত কুমার, উত্তরদাতাদের আইনজীবী শ্রী ভি. এন. রঘুপতিকে শুনেছি এবং রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

5. ক্রমটি লক্ষ্য করার পরে, এই আপিলগুলিতে এফ বিবেচনার জন্য যে একমাত্র দিকটি উদ্ভূত হয় তা হল 1996 সালের আইনের 34 ধারার অধীনে দায়ের করা পিটিশনটি তাতে প্রদত্ত সীমাবদ্ধতার সময়ের মধ্যে ছিল কিনা। যদি না হয়, তাহলে সীমাবদ্ধতা আইনের 5 ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে বিলম্ব ক্ষমাযোগ্য কিনা? এই প্রসঙ্গে 1996 সালের আইনের 34 (3) ধারার অধীনে কোনও কার্যধারায় সীমাবদ্ধতা আইনের 5জি ধারা প্রয়োগ করে বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ডিভিশন বেঞ্চের পদক্ষেপটি তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে যেভাবে করেছে তা কি ন্যায়সঙ্গত?

6. বিষয়টিকে তার সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করার জন্য 1996 সালের আইনের 34 (3) ধারার সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা প্রয়োজন, যা নিম্নরূপঃ -

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

" ধারা 34 (3): - আলাদা রাখার জন্য আবেদন করা নাও হতে পারে। যে তারিখে আবেদনকারী পক্ষ সালিসী রায় পেয়েছিল বা ধারা 33 এর অধীনে কোনও অনুরোধ করা হয়েছিল, সেই তারিখ থেকে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে, যে তারিখে সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সেই অনুরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছিলঃ তবে শর্ত থাকে যে, যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে আবেদনকারী ছিলেন উক্ত তিন মাসের মধ্যে পর্যাপ্ত কারণে আবেদন করা থেকে বিরত থাকলে এটি আরও ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদন গ্রহণ করতে পারে, তবে তার পরে নয়।

7. বিলম্বের ক্ষমার জন্য উপলব্ধ সুযোগ স্ব - সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা 34 (3) এবং ধারা 5-এর বিধানে অন্তর্ভুক্ত এই আদালত তার আগের সিদ্ধান্তগুলিতে প্রযোজ্য না হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করেছে, যা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম জনপ্রিয় কনস্ট্রাকশন কোং (2001) 8 এস. সি. সি 470 এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ - "

12. 1996 সালের আইনের 34 ধারার ভাষার ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি "কিন্তু তরপর নয়"-তে ব্যবহৃত হয়। উপ-ধারা (3) এর বিধান। আমাদের মতে, এই বাক্যাংশটি ধারা 29 (2) এর অর্থের মধ্যে একটি প্রকাশ্য বর্জনের সমান হবে
সীমাবদ্ধতা আইন, এবং তাই সেই আইনের 5 ধারার প্রয়োগকে বাধা দেবে। সংসদকে আর এগিয়ে যেতে হয়নি। এটি ধরে রাখা যে আদালত বাতিল করার জন্য একটি আবেদন গ্রহণ করতে পারে শর্তাবলীর অধীনে বর্ধিত সময়ের বাইরে পুরস্কার, "কিন্তু তারপর নয়" বাক্যাংশটিকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক করে তুলবে। ব্যাখ্যার কোনও নীতিই এই ধরনের ফলাফলকে সমর্থন করবে না।
। 14. এখানে 1996 সালের আইনের ইতিহাস ও পরিকল্পনা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে যে 34 ধারার অধীনে নির্ধারিত সময়সীমা - সীমাবদ্ধতা আইনের 5 ধারার অধীনে একটি পুরস্কারকে চ্যালেঞ্জ করা আদালত দ্বারা সম্পূর্ণ এবং অব্যহত। আর্বিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন বিল, 1995, যা 1996 সালের আইনের আগে ছিল, তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "সালিশ প্রক্রিয়ায় আদালতের তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা হ্রাস করা"। এই উদ্দেশ্যটি আইনের 5 নং ধারায় প্রকাশ পেয়েছে যা বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের পরিমাণ নির্ধারণ করে। কোনও অনিশ্চিত শর্ত নেইঃ

" 5. বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা। - আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অংশে যেরূপ বিধান করা আছে, তাহা ব্যতীত কোন বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করিবে না।

16. উপরন্তু, ধারা 34 (1) নিজেই বিধান করে যে সালিসী রায়ের বিরুদ্ধে একটি আদালতে আশ্রয় নেওয়া কেবল উপ-ধারা অনুসারে এই ধরনের রায় বাতিল করার জন্য একটি আবেদনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। ধারা 34, বি উপ-ধারা (3)-এ উল্লিখিত সময়ের বাইরে দায়ের করা আবেদন সেই উপ-ধারা অনুসারে আবেদন হবে না। ফলস্বরূপ ধারা 34 (1)-এর ভিত্তিতে সালিসী রায়ের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নেওয়া যাবে না।
নির্ধারিত সময়কাল। ধারা 34-এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের গুরুত্ব 36 ধারার বিধান দ্বারা জোর দেওয়া হয়েছে যা প্রদান করে যে

" যেখানে 34 ধারার অধীনে সালিসী রায় বাতিল করার আবেদন করার সময় শেষ হয়ে গেছে, সেখানে 1908 সালের দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে রায়টি আদালতের ডিক্রি হিসাবে কার্যকর করা হবে। ।
এটি সালিসি আইন, 1940-এর বিধানগুলির থেকে একটি উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি। 1940 সালের আইনের অধীনে, রায় বাতিল করার সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে, আদালতকে "রায় অনুসারে রায় ঘোষণা করতে এগিয়ে যেতে হবে এবং এইভাবে ঘোষিত রায়ের পরে একটি ডিক্রি অনুসরণ করতে হবে" (ধারা 17)। এখন 1996 সালের ই আইনের 34 ধারার অধীনে মেয়াদ শেষ হওয়ার ফলস্বরূপ আদালতের আর কোনও আইন ছাড়াই পুরস্কারটি অবিলম্বে প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠে। ধারা 34-এ ব্যবহৃত ভাষার ব্যাখ্যার বিষয়ে যদি কোনও অবশিষ্ট সন্দেহ থাকে, তবে 1996 সালের আইনের পরিকল্পনাটি সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা এফ 5-এর কার্যকারিতা বাদ দিয়ে আদালতের ক্ষমতা হ্রাস করার পক্ষে সমস্যার সমাধান করবে।

7.1 এছাড়াও, হিমাচল প্রদেশ ও আনরে। বনাম হিমাচল টেকনো ইঞ্জিনিয়ার্স ও আনার। (2010) 12 এস. সি. সি 210 উল্লেখ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ -

" 2. আর্বিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশনজি অ্যাক্ট, 1996 (সংক্ষেপে "আইন")-এর 34 ধারার অধীনে একটি পিটিশন আবেদনকারী দ্বারা 11-3-2008-এ দায়ের করা হয়েছিল, সালিশ রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। আবেদনটি ছিল
পিটিশন দাখিল করতে 28 দিন বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে আইনের 34 ধারার উপ-ধারা (3) এর অধীনে একটি আবেদন সহ। উত্তরদাতা এই যুক্তি দিয়ে আবেদনটির বিরোধিতা করেছিলেন যে

ধারা 34-এর অধীনে পিটিশনটি 3-এর সময়সীমা অতিক্রম করে দায়ের করা হয়েছিল। মাস যোগ 30 দিন এবং তাই, প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য ছিল। 5. আইনের 34 (3) ধারার বিধান বিবেচনা করে, সীমাবদ্ধতা আইন, 1963-এর 5 ধারার বিধানগুলি আইনের 34 ধারার অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। যদিও সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা 5বি বিলম্বের সময়কালের ক্ষেত্রে কোনও বাহ্যিক সীমা নির্ধারণ করে না যা ক্ষমা করা যেতে পারে, আইনের ধারা 34-এর উপ-ধারা (3)-এর বিধানে "আরও ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদন গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তার পরে নয়" এই শব্দগুলি ব্যবহার করে ক্ষমাযোগ্য বিলম্বের সময়কালের একটি সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব, যদি তিন মাসের নির্ধারিত সময়ের বাইরে কোনও পিটিশন দায়ের করা হয়, তবে পর্যাপ্ত কারণ দেখানো হলে আদালতের কেবল ত্রিশ দিনের মধ্যে বিলম্বকে ক্ষমা করার বিচক্ষণতা রয়েছে। যদি কোনও পিটিশন তিন মাস এবং ত্রিশ দিনের বেশি সময় ধরে দায়ের করা হয়, পর্যাপ্ত কারণ তৈরি করা হলেও, বিলম্বকে ক্ষমা করা যাবে না। । 7.2 এই আদালত পি. রাধা বাই বনাম ডি. পি. অশোক কুমার (2019) 13 এস. সি. সি 445-এ একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল যেখানে এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছিল

-"33.2। ধারা 34 (3)-এর শর্তাবলী আদালতকে তিন মাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কোনও রায়কে চ্যালেঞ্জ করার আবেদন গ্রহণ করতে সক্ষম করে, তবে কেবল ত্রিশ তারিখের অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে, "তবে তার পরে নয়"। "কিন্তু পরে নয়" বাক্যাংশের ব্যবহার দেখায়। যে 120 দিনের সময়কাল একটি পুরস্কারকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য বাইরের সীমানা। যদি ধারা 17 প্রয়োগ করা হয়, তবে একটি পুরস্কারকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য বাইরের সীমানা 120 দিনেরও বেশি হতে পারে। এই আদালত ধারাবাহিকভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে সালিসি আইনের 34 (3) ধারার বিধানে "কিন্তু তারপর নয়" শব্দগুলি বাধ্যতামূলক প্রকৃতির এবং নেতিবাচক ভাষায় যুক্ত, যা সন্দেহের কোনও জায়গা রাখে না। [স্টেট অফ এইচ. পি বনাম হিমাচল টেকনো ইঞ্জিনিয়ার (2010) 12 এস. সি. সি 210], অসম নগর জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন বোর্ড বনাম সুভাষ প্রকল্প ও এম. কে. টি. জি। লিমিটেড (2012) 2 এস. সি. সি. 624 এবং অনিল কুমার জিনাভাই প্যাটেল বনাম প্রবীনচন্দ্র জিনাভাই প্যাটেল (2018) 15 এস. সি. সি 178] 7.3 1996 সালের আইনের 34 (3) ধারার অধীনে নির্ধারিত বিলম্বের অনুমোদন এবং সীমাবদ্ধতার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনের 5 ধারার প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি এই আইনের তিনজন মাননীয় বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা নোট করা হয়েছিল। চিন্টেলস ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম ভায়ানা বায়ুইন্ডার্স এইচ প্রাইভেট লিমিটেড (2021) 4 এস. সি. সি. 602 মামলায় অনুমোদনসহ আদালত।

মহেন্দ্র ও মহেন্দ্র আর্থিক পরিষেবা লিমিটেড। ভি। [10]

মহেশভাই তিনাভাই রথ [এ. এস. বোপান্না, জে.]

8. উপরের পটভূমিতে, এ লর্ন্ড সিঙ্গেল জজ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের একটি পর্যালোচনা ইঙ্গিত দেয় যে, এখানে উত্তরদাতার দ্বারা উপস্থাপিত ব্যাখ্যা অনুসারে, এটি তাদের মামলা ছিল যে 1996 সালের আইনের 34 ধারার অধীনে 04.01.2012-এ দায়ের করা সালিসি পিটিশনটি পুরষ্কার সম্পর্কে অবগত ছিল, যা উত্তরদাতার মতে মৃত্যুদণ্ডের পিটিশনে নোটিশ পাওয়ার সময় 15.11.2011-এ ছিল। উত্তরে হলফনামা 'বি "-তে বিজ্ঞ একক বিচারক উল্লেখ করেছিলেন, যে অনুসারে এটি রেকর্ডে আনা হয়েছিল যে বিদ্বান সালিসকারী খামের উপর' অ্যাওয়ার্ড" লেখা একটি শিলালিপি তৈরি করে 'আইডি। "-এ' আইডি2" তারিখের পুরস্কারটি পাঠিয়েছিলেন। পোস্ট স্বীকৃতি প্রাপ্য। ডাক কর্তৃপক্ষ 23.03.2011-এ গ্রহণ করতে অস্বীকার করার বিষয়টি অনুমোদন করেছে। গুজরাটি ভাষায় পোস্টাল মন্তব্য "লেনাভি না পড়ে চে" (গ্রহণ করতে অস্বীকার) পণ্ডিত সি একক বিচারক দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছিল। আদেশের 9 এবং 10 অনুচ্ছেদে, বিদ্বান একক বিচারক উত্তরদাতার প্রত্যাখ্যানের প্রকৃত অবস্থান নির্ধারণ করেছেন এবং সেই ক্ষেত্রে কোনও অস্বীকার নেই। সেই আলোকে, বিদ্বান একক বিচারক নিম্নরূপ উপসংহারে পৌঁছেছেনঃ - " বিজ্ঞ সালিসকারী কর্তৃক ডি আবেদনকারীদের কাছে পাঠানো খামগুলি, যা ডাক কর্তৃপক্ষ সালিসকারীদের কাছে এই ভিত্তিতে ফেরত দেয় যে আবেদনকারীরা এর পরিষেবা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, আদালতে খোলা হয় এবং এটি উল্লেখ করা হয় যে বিজ্ঞ সালিসকারী পুরষ্কারের স্বাক্ষরিত অনুলিপিগুলি আবেদনকারীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। উপরে যেমন বলা হয়েছে, আবেদনকারীদের আছে

এই সত্যটি স্বীকার করেছেন যে তারা সালিসী পুরস্কারের অনুলিপি সম্বলিত খামের পরিষেবা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। চাকরি প্রত্যাখ্যান করা আইনের দিক থেকে ভালো কাজ। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীদের 23শে মার্চ, 2011 তারিখে পুরস্কারের স্বাক্ষরিত অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। আবেদনকারীরা প্রায় 197 দিন বিলম্বের পরে কেবল জানুয়ারী, 2012-এ পিটিশন দাখিল করেছেন। এই আইনের 34 (3) ধারার বিধান, সীমাবদ্ধতা আইন, 1963-এর 5 ধারা বাদ দেওয়ার প্রভাব ফেলে কিনা, এই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। সংহত প্রকৌশল উদ্যোগ বনাম প্রধান সচিব, সগ এবং অন্যান্য। যেখানে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তার সিদ্ধান্তের 53 অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলেছে যে আইনের 34 (3) ধারার বিধানগুলি 1963 সালের সীমাবদ্ধতা আইনের 5 ধারা বাদ দেওয়ার প্রভাব ফেলেছে।

9. সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ্বান একক বিচারক আইনি অবস্থানের দিকে নজর দিয়েছিলেন এবং বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করেছিলেন। নোটিশ অফ মোশন ছিল সেই অনুযায়ী বরখাস্ত করা হয়।

10. বিপরীতে, বিদ্বানদের দ্বারা গৃহীত আদেশের একটি পর্যালোচনা ডিভিশন বেঞ্চ আপাতদৃষ্টিতে ইঙ্গিত দেয় যে এটি একটি স্পর্শকাতর পথে এগিয়েছে। প্রতিবাদী একজন কৃষক ছিলেন এবং কোনও পরিমাণ বকেয়া নেই এই যুক্তি উল্লেখ করার সময়, তিনি অনন্তনাগের ভূমি অধিগ্রহণের কালেক্টর এবং অপর বনাম এম. এস. টি-তে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন। কাটিজি এবং অন্যান্যরা এআইআর 1987 এসসি 1353 প্রসঙ্গের বাইরে এবং এর ভিত্তি হিসাবে একই তৈরি করেছে আপিলের অনুমতি দিন। না-সন্দেহ নেই যে 197 দিনের বিলম্ব খুব বেশি বলে মনে নাও হতে পারে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিলম্বকে ক্ষমা করতে হবে যাতে যোগ্য মামলাটি পরাজিত না হয়। তবে, তা তখনই উদ্ভূত হবে যখন সীমাবদ্ধতা আইনের 5 ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য উপলব্ধ থাকবে। কাটিজি (সুপ্রা)-র ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষমতা সি-কে প্রয়োগ করার জন্য উপলব্ধ ছিল কারণ এটি বাদ দেওয়া হয়নি। যে ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে যে পরিমাণ পর্যন্ত এটি ক্ষমা করা যেতে পারে তা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং এই আদালত বলেছে যে সীমাবদ্ধতা আইনের 5 ধারা নির্ধারিত সময়ের বাইরে বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য প্রযোজ্য নয়। 1996 সালের আইনের 34 (3) ধারায়, বিজ্ঞ ডিভিশন বেঞ্চ নৈমিত্তিক পদ্ধতিতে বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। 24.09.2012 তারিখের অর্ডার এটি টেকসই নয়, তাই এটি বাতিল করা হয় এবং শিক্ষিত একক বিচারকের আদেশ পুনরুদ্ধার করা হয়।

11. তদনুসারে খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই আপিল অনুমোদিত হয়

। 12. সমস্ত মুলতুবি আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

দেবিকা গুজরাল

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক

এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen